মদীনায় রসুল(সঃ) এঁর সময়
মুনাফিকদের একটি মসজিদ
তৈরীর ঘটনা

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম।

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে,” মদীনায় রসুল(সঃ) এঁর সময় মুনাফিকদের একটি মসজিদ তৈরীর ঘটনা। “

এই মসজিদটি তাবুক যুদ্ধের সময় তৈরী করা হয়। তাই তাবুক যুদ্ধ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অতি সংক্ষেপে তাবুক যুদ্ধ সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো।

পবিত্র কোরআনে এ মসজিদ সম্পর্কে আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন।

সুরা ৯ তওবা, আয়াতঃ ১০৭-১১০

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ؕ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ

اَرَدْنَاۤ اِلَّا الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٠٧﴾

আর কেউ কেউ এমন আছে যারা এ উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মান করেছে যেন তারা (ইসলামের) ক্ষতি সাধন করে এবং কুফরীর কথা-বার্তা বলে, আর মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। আর ঐ ব্যক্তির অবস্থানের ব্যবস্থা করে যে এর পূর্ব হতেই আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরোধী আর তারা শপথ করে বলবেঃ মঙ্গল ভিন্ন আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই; আর আল্লাহ সাক্ষী আছেন যে, তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী।

لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ؕ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ
اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ؕ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ؕ وَاللّٰهُ
يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ﴿١٠٨﴾

(হে মুহাম্মাদ (সঃ) তুমি কখনো ওতে (নামাযের জন্যে) দাঁড়াবে না; অবশ্য যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই তাকওয়ার উপর স্থপিত হয়েছে তা এর উপযোগী যে, তুমি তাতে (নামাযের জন্যে) দাঁড়াবে; ওতে এমন সব লোক রয়েছে যারা উত্তম রূপে পাক হওয়াকে পছন্দ করে, আর আল্লাহ উত্তমরূপে পবিত্রতা সম্পাদনকারীদেরকে পছন্দ করেন।

اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ
اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهٖ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ ؕ وَ
اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٩﴾

তবে কি এমন ব্যক্তি উত্তম,যে স্বীয় ইমারতের ভিত্তি, আল্লাহর ভীতির উপর এবং তাঁর সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করেছে অথবা সেই ব্যক্তি,যে স্বীয় ইমারতের ভিত্তি স্থাপন করেছে কোন গহ্বরের কিনারায়, যা ধ্বসে পড়ার উপক্রম, অতঃপর তা তাকে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়। আর আল্লাহ এমন যালিমদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١١٠﴾

তাদের এই ইমারত যা তারা নির্মান করেছে, তা সদা তাদের মনে খট্‌কা সৃষ্টি করতে থাকবে, হ্যা, যদি তাদের (সেই) অন্তরই ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তো কথাই নাই, আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

<u>তাবুক যুদ্ধ</u>

অন্য যে কোন যুদ্ধের ঘোষণা রসুল(সঃ) আগেই দিতেন না। কিন্তু তাবুক যুদ্ধের ঘোষণা আগেই দিয়ে দিলেন। যদিও মদীনায় দুর্ভিক্ষ চলছিল, আবহাওয়া ছিল প্রচন্ড গরম, ফসল পাকার সময় কাছে এসে গেছে। সওয়ারী ও সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা বড়ই কঠিন ব্যপার ছিল। অর্থের অভাব ছিল প্রকট এবং দুনিয়ার দু'টি শক্তির একটি রোম এর মোকাবেলা করতে হচ্ছিল, সিরিয়ার দিকে যেতে হবে, রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে।

যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জজাম যোগাড় করার ব্যপারে প্রত্যেকেই নিজের সামর্থের চেয়ে অনেক বেশী পরিমানে অংশগ্রহণ করেন। হযরত উসমান(রাঃ), হযরত ইবনে অউফ(রাঃ) বিপুল অর্থ দান করেন। হযরত উমর(রাঃ) তাঁর সারা জীবনের উপার্জনের অর্ধেক এনে রেখে দেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) তাঁর সারা জীবনের সঞ্চিত সম্পদের সবটাই রসুল(সঃ) এঁর কাছে পেশ করেন। গরীব সাহাবীরা মেহনত মজদুরী করে যা কামাই করতে পেরেছিলেন তার সবটুকু উৎসর্গ করেন।

মেয়েরা নিজেদের গহণা খুলে নযরানা পেশ করেন। দলে দলে প্রাণ উৎসর্গকারী লোক যুদ্ধ যাত্রার জন্য আসতে থাকেন। যারা সওয়ারী পেতেন না তারা কাঁদতে থাকতেন। তারা এমনভাবে নিজেদের আন্তরিকতা ও মানসিক অস্থিরতা প্রকাশ করতে থাকতেন যার ফলে রসুলে পাকের হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতো।

৩০০০০ সৈন্য নিয়ে রসুল(সঃ) ৯ম হিজরীর রজব মাসে রোম সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। এবং তাবুক পৌছে তারা জানতে পারেন কাইসার ও তার অধীনস্থরা সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ন হবার পরিবর্তে নিজেদের সেনাবাহিনী সীমান্ত থেকে সরিয়ে নিয়েছেন। এর আগে মুতার যুদ্ধে খৃষ্টানদের এক লাখের সাথে মুসলমানদের তিন হাজারের মোকাবিলার যে দৃশ্য খৃষ্টান সেনানায়ক দেখেছিল তারপর খোদ রসুল(সঃ) এঁর নেতৃত্বে ৩০হাজারের যে বাহিনী এগিয়ে আসছিল সেখনে একলাখ দু'লাখ সৈন্য মাঠে নামিয়ে তার মোকাবিলা করার হিম্মত খৃষ্টানদের ছিল না।

রসুল(সঃ) মদীনায় আগমনের আগে খাযরাজ গোত্রে আবু আমের নামে এক ব্যক্তি ছিল। জাহেলী যুগে সে খৃষ্টান রাহেবের(সাধু) মর্যাদা লাভ করেছিল। তাকে আহলে কিতাবদের আলেমদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি গন্য করা হতো। অন্যদিকে সাধুগিরির কারণে পন্ডিতসুলভ মর্যাদার পাশাপাশি তার দরবেশীর প্রভাবও মদীনা ও আশপাশের এলাকার অশিক্ষিত আরব সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল।

রসুল(সঃ) যখন মদীনায় পৌছলেন তখন সেখানে বিরাজ করছিল আবু আমেরের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কতৃত্বের রমরমা অবস্থা। কিন্তু এ জ্ঞান বিদ্যাবত্তা ও দরবেশী তার মধ্যে সত্যানুসন্ধিৎসা ও সত্যকে চেনার মতো ক্ষমতা সৃষ্টি করার পরিবর্তে উল্টো তার জন্য এক বিরাট অন্তরাল সৃষ্টি করলো।

আর এ অন্তরাল সৃষ্টির ফলে রসুলের আগমনের পর সে নিজে ঈমানের নিয়ামত থেকে শুধু বঞ্চিতই রইল না বরং রসুলকে নিজের ধর্মীয় পৌরহিত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং নিজের দরবেশী ও সাধুভিত্তিক কর্মকান্ডের শত্রু মনে করে রসুলের সমুদয় কার্যক্রমের বিরোধীতায় নেমে পড়লো।

প্রথম দু'বছর তার আশা ছিল কুরায়শী কাফেরদের শক্তি ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য যথেষ্ট প্রমাণিত হবে। কিন্তু বদরের যুদ্ধে কুরাইশরা চরমভাবে পরাজিত হোল। এ অবস্থায় আবু আমের আর নীরব থাকতে পারলো না। সেই বছরই সে মদীনা থেকে বের হয়ে গেল। সে কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের মধ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করলো। যে সব কুচক্রীর চক্রান্ত ও যোগসাজশে ওহোদ যুদ্ধ বাধে, তাদের মধ্যে এ আবু আমেরও অন্যতম।

বলা হয়ে থাকে , ওহোদের যুদ্ধের ময়দানে সে অনেকগুলো গর্ত খুঁড়েছিল। এরই একটির মধ্যে পড়ে গিয়ে রসুল(সঃ) আহত হয়েছিলেন।

তারপর আহযাব যুদ্ধের সময় চারদিক থেকে যে সেনা বাহিনী মদীনার অপর আক্রমণ চালিয়েছিল তাকে আক্রমণে উস্কে দেয়ার ব্যাপারেও তার অগ্রণী ভূমিকা ছিল।

এরপর হুনাইন যুদ্ধ পর্যন্ত আরব মুশরিক ও মুসলমানদের মধ্যে যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে সবগুলোতেই এ ঈসায়ী দরবেশ ইসলামের বিরুদ্ধে মুশরিক শক্তির সক্রিয় সহায়ক ছিল। শেষ পর্যন্ত আরবের কোন শক্তি ইসলামের অগ্রযাত্রা রুখে দিতে পারবে বলে তার আশা রইল না। কাজেই সে আরব দেশ ত্যাগ করে রোমে চলে যায় এবং আরব থেকে যে বিপদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল তা সম্পর্কে সে কাইসার(সীজার)কে অবহিত করে। এ সময়ই মদীনায় খবর পৌঁছে যে , কাইসার আরব আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং এরি প্রতিবিধান করার জন্য রসুল(সঃ)কে তাবুক অভিযান করতে হয়।

ঈসাই রাহের ,আবু আমেরের এ ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতায় তার সাথে শরীক ছিল মদীনার মুনাফিক গোষ্ঠীর একটি দল । আবু আমেরকে তার ধর্মীয় প্রভাব ব্যবহার করে ইসলামের বিরুদ্ধে রোমের কাইসার ও উত্তরাঞ্চলের খৃষ্টান আরব রাজ্যগুলোর সামরিক সাহায্য লাভ করতেও এ মুনাফিকরা তাকে পরামর্শ দেয় ও মদদ যোগায়। যখন সে রোমের পথে রওনা হচ্ছিল তখন তার

ও মুনাফিকদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হলো। এ চুক্তি অনুযায়ী স্থির হল যে মদীনায় তারা নিজেদের একটি পৃথক মসজিদ তৈরী করে নেবে। এভাবে সাধারণ মুসলমানদের থেকে আলাদা হয়ে মুনাফিকদের এমন একটি সতন্ত্র জোট গড়ে উঠে যা ধর্মীয় আলখেল্লায় আবৃত থাকবে।তার প্রতি সহজে কোনপ্রকার সন্দেহ করা যাবে না।

সেখানে শুধু যে মুনাফিকরাই সংগঠিত হবে এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য পরামর্শ করবে তা নয়, বরং আবু আমেরের কাছ থেকে যে সব এজেন্ট খবর ও নির্দেশ নিয়ে আসবে তারাও সন্দেহের উর্ধ্বে থেকে নিরীহ ফকীর ও মুসাফির বেশে এ মসজিদে অবস্থান করতে থাকবে । এ ন্যাক্কারজনক ষড়যন্ত্রের ভিত্তিতেই এ মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল এবং এরই কথা কোরআনের আয়াতে বলা হয়েছে।

মদীনায় এসময় দু'টি মসজিদ ছিল। একটি মসজিদে কুবা। এটি ছিল নগর উপকন্ঠে। অন্যটি ছিল মসজিদে নববী। তৃতীয় মসজিদ নির্মানের কোন প্রয়োজনই ছিল না।

এ উদ্দেশ্যে তারা রসুল(সঃ) এঁর সামনে নতুন নির্মানের প্রয়োজন পেশ করেন। এ প্রসঙ্গে তারা বলে , বৃষ্টি-বাদলের জন্য এবং শীতের রাতে সাধারণ লোকদের যারা এ দু'টি মসজিদ থেকে দূরে থাকেন, বৃদ্ধ, দূর্বল, অক্ষম লোকদের প্রতিদিন পাঁচবার মসজিদে আসা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

মুখে এ পবিত্র ও কল্যাণমূলক বাসনার কথা উচ্চারণ করে যখন এ "দ্বিরার(ক্ষতিকর)" মসজিদটি নির্মাণ কাজ শেষ হলো তখন এ দুর্ব্বৃত্তরা রসুল(সঃ)-কে সালাত আদায় করে মসজিদটি উদ্বোধন করার আবেদন জানাল। রসুল(সঃ) এই বলে এড়িয়ে গেলেন যে, আমি তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত রয়েছি।

এমনকি দুর্বৃত্তরা এ সিদ্ধান্ত ও নিল যে , ওদিকে রোমানদের হাতে মুসলমানদের মুলোৎপাটনের সাথে সাথেই এদিকে আব্দুল্লাহ বিন উবাই(মুনাফিক সর্দার) এর মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিবে। কিন্তু তাবুকে যা ঘটলো,তাতে তাদের সে আশায় গুড়ে বালি পড়লো। ফেরার পথে "যী-আওযান" নামক স্থানে যখন এ মসজিদ সম্পর্কে আয়াত নাযিল হলো, রসুল(সঃ) কয়েকজন লোককে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন, তাদেরকে দায়িত্ব দিলেন, রসুল(সঃ) এঁর মদীনায় পৌঁছার আগেই যেন "দ্বিরার(ক্ষতিকর)" মসজিদ ভেঙ্গে ধূলিস্মাত করে দেয়া হয়। তারা মসজিদ দ্বিরার ভেঙ্গে গুড়ো করে দিলেন।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা , মুনাফিক সম্পর্কে আমাদের সজাগ থাকতে হবে। কোনক্রমেই যেন আমাদের আচার- আচরণ মুনাফিকদের মতো না হয়। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন। আমীন।

আসাসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

.....।